আজকের কাগজ
তারিখ 12 MAY 1992
10

# রকারী কলেজের প্রশাসনিক উন্নয়ন—২

ডঃ আলী আহমেদ

তাঁদের প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রতি খুব একটা মনোযোগী হতে দেখা যায়নি। ১৯৮০ সনে কলেজ শিক্ষা সার্ভিসকে ক্যাডার সার্ভিসের আওতাভুক্ত করে তাঁদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ আবশ্যিক করার নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। প্রভাষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক, অধ্যক্ষ/সহযোগী অধ্যাপকদের জন্য মধ্য পর্যায়ের প্রশিক্ষণ এবং অধ্যাপক/অধ্যক্ষ, নিবার্চন গ্রেড অধ্যাপক/অধ্যক্ষ ও পরিচালকবৃন্দের জন্য উচ্চতর পর্যায়ের প্রশিক্ষণ আবশ্যিক করা হলেও দেখা যায় ১৯৮৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান সম্ভব হয়নি। যদিও বাংলাদেশ গণপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এই কাজের উপযুক্ত স্থান, তবুও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামবিহীন অনুপযোগী সংস্থা, নিয়েমারে নিতান্তই দায়সারা ধরনে উক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়। এতে প্রশাসনের অবস্থা তথৈবচ থেকে যায়।

কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়েমার সম্প্রতি একটি অস্থায়ী আপাত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষা প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উপযোগী করার জন্য এই সংস্থার পুনর্গঠন করারও কথা আছে। সুতরাং, এই সংস্থার প্রদত্ত প্রশিক্ষণের গুণাগুণ বিচার করা আমার লেখার বিষয় নয়।

কিছুকাল যাবত মধ্যপর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়মিত কার্যকরী করা হয়েছিল। বর্তমানে সেই নিয়মিত প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে। জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের অনেক অধ্যক্ষ ও পরিচালক এমনকি যুগ্ম সচিবের সমপর্যায়ের বেতন গ্রহণ করলেও তাঁরা বাংলাদেশ গণপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। এঁদের কেহ কেহ নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ছাড়াই মহাপরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে, অধিদপ্তরের ও কলেজগুলোর প্রশাসন দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে আছে।

শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে সরকারী কলেজগুলোর প্রশাসনিক দক্ষতাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক প্রশাসনিক দক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে। সুতরাং, কলেজ শিক্ষা প্রশাসনের সার্থকতা হবে মন্ত্রণালয়ের কার্যকরিতার ভিত্তি। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রশাসকের দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন, কারণ তাঁদেরকে শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকদের সকলকে পরিচালনা করতে হয় ও সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মন্ত্রীর দপ্তরে ও সচিবালয়ে গমনের সুযোগ নেই বলে তাঁরা প্রশাসকগণের নিকট সমস্যা পেশ করেন। এই সকল দিক সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য প্রশাসককে দক্ষ হতে হবে যাতে তিনি সঠিক পথ নির্দেশ দিতে পারেন।

সুতরাং, মন্ত্রণালয় থেকেই সর্বদা নেতৃত্ব দিয়ে সময়মত পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষা সার্ভিসের সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঠিয়ে তাঁদের প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন ও নীতিমালার প্রশিক্ষণ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে স্বল্পমেয়াদী কোর্সে শিক্ষা প্রশাসনে ঐ সকল নীতি প্রয়োগ সম্বন্ধে জানার ব্যবস্থা করতে হবে।

### পদোন্নতি

বর্তমানে অনুসৃত পদোন্নতি প্রদানের রীতি বিশেষ ক্ষেত্রে [illegible]র্তন করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে [illegible] হলেও শুধুই জ্যেষ্ঠতা প্রথম বিচার্য বিষয় [illegible] হলো, উচ্চশিক্ষার ডিগ্রী ও সামাজিক অবদান বা কীর্তিকলাপ, অর্থাৎ জ্ঞানাহরণের পরিধি হবে পদোন্নতি বিচারের প্রথম মাপকাঠি। ক্রমশঃ জ্ঞানের মাত্রা বর্ধিত না হলে শুধু অধিককাল ধরে একই বিষয়ে লেকচার প্রদানের পুনরাবৃত্তি বিচারে পদোন্নতি প্রদান করা ঠিক নয়।

সুতরাং, শিক্ষক-প্রশাসকগণের পদোন্নতি হতে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নয়নের ভিত্তিতে এবং অবদানের বিচারে; তৎসহ শিক্ষাসেবার মেয়াদ দ্বিতীয় বিবেচ্য হবে। তাহলে চলতি নিয়মে একজন শিক্ষককে পদোন্নতির জন্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার শর্তটি পরিহার করতে হবে। এর পরিবর্তে আদর্শিকমানের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রকাশনা অভিজ্ঞ কমিটি দ্বারা বিচার করা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার আরও সমৃদ্ধি গণ্য করা পদোন্নতি প্রদানের শর্তের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কারণ একজন বয়স্ক শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের পরীক্ষায় হাজির হওয়া সুবিধাজনক নয়।

> **ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের মন্ত্রীর দপ্তরে ও সচিবালয়ে গমনের সুযোগ নেই বলে তাঁরা প্রশাসকগণের নিকট সমস্যা পেশ করেন। এই সকল দিক সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য প্রশাসককে দক্ষ হতে হবে যাতে তিনি সঠিক পথ নির্দেশ দিতে পারেন।**

### সমিতির কার্যক্রম

শিক্ষক সমিতি শিক্ষকগণের শুধুমাত্র আর্থিক সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে তৎপরতা প্রদর্শন করলেও তাঁদের যোগ্যতা উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালনে অগ্রসর হয়নি। এ নিয়ে সমিতির চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। এমনকি এ পর্যন্ত সমিতির নিজস্ব জার্নাল প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। একটি জার্নাল প্রধানতঃ দু'টো উদ্দেশ্য সাধন করে। যেমন (১) দেশের বিভিন্ন এলাকায় চাকুরীরত শিক্ষকগণের বিধিগত সুযোগের অভাব জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে এটি করা যায় এবং শুধু অসহযোগে লিপ্ত হয়ে দাবী পেশ করার রীতি কাম্য নয়। (২) নিয়মিত জার্নালে লেখা প্রকাশ করাতে লিখন-অভ্যাস উন্নয়ন করাসহ শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে আলোকপাত করাতে এটি বেশ সহায়ক হয়। এতে শিক্ষকদের মেধা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়, যাতে কর্মে পদোন্নতি লাভের যোগ্যতা সমৃদ্ধ হতে পারে।

### বদলি

সরকারী কলেজের শিক্ষকদের নিয়মিত বদলি করার নিয়ম রয়েছে। বদলির নিয়ম সেবামূলক কাজের জন্য যে কারণে হিতকর তা হলো, (১) একই স্থানে দীর্ঘকাল কর্মরত থাকায় পারিপার্শ্বিক একঘেয়েমী সৃষ্টি হয়; তা বদলির ফলে কাটিয়ে উঠা যায়। (২) নতুন স্থানে নতুন ছাত্রদের সাথে মেশা ও সহযোগী শিক্ষকদের সাথে কাজ করার নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়। স্থান বদলের বৈচিত্র্যের সাথে নিজেদের অধিক সক্রিয়তা ও সার্থকতা গঠনের সুযোগ হয়। পরিবর্তিত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। (৩) বদলির ফলে কোন এক স্থানে একটি গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের সুযোগ থাকে না। সুষ্ঠু শিক্ষা পরিবেশের জন্যও তা সহায়ক হয়।

পক্ষান্তরে, বদলি হওয়া শিক্ষকদের বদলিকৃত এলাকায় বাসস্থান ও অন্যান্য সুবিধা যোগানো সম্ভব না হলে তাঁদের জন্য বদলির রীতি কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় বলে এ অবস্থায় পড়াশোনার ক্ষতি হয় ও মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সে কারণে প্রতিটি সরকারী কলেজ এলাকায় সকল শিক্ষকের জন্য বাসস্থানের স্থায়ী ব্যবস্থা করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। মফস্বল এলাকায় বাসস্থানের অভাব অত্যন্ত প্রকট হওয়ায় শিক্ষকগণ ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হন।

সুতরাং আজকের পরিস্থিতিতে আবশ্যিক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হলে, জেলা শহরগুলোয় সেক্ষেত্রে বিসিএস অফিসারদের অগ্রগণ্য করে অ্যাকোমোডেশন সুবিধা দেয়া হয়, সে ক্ষেত্রে কলেজ শিক্ষকগণের সর্বাধিক সংখ্যক সরকারী সেবক-চাকুরে হিসাবে সরকারী বাসস্থানের নির্দিষ্ট কোটা বরাদ্দ হওয়া উচিত।

নির্ধারিত কোটা কার্যকর করার জন্য জেলার ডিসি মহোদয়কে চেয়ারম্যান ও এসপি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী-কর্মকর্তাসহ কলেজ অধ্যক্ষগণকে সদস্য করে একটি নিয়মিত জেলা আবাসিক কমিটি সংগঠিত করা উচিত, যার মাধ্যমে শিক্ষক-কোটার ভিত্তিতে বদলি শিক্ষকগণ বাসস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

শিক্ষক বদলি করার পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, যেমন একজন উচ্চ শিক্ষিত পিএইচডি ডিগ্রীধারী যেন কেবলমাত্র এইচ, এস, সি ও পাস কোর্স স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাদানের কলেজে বদলি না হন; কারণ এরূপ চরম অব্যবস্থা ইতিপূর্বে বহুবার সংঘটিত হয়েছে। উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য অবশ্যই যথোপযুক্ত স্থান বিবেচ্য হতে হবে। এখানে কর্মকর্তা-অধিকর্তা-শিক্ষকদের নিয়োগ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া কলেজ শিক্ষার নীতি ও [illegible] সম্মতিতে সরকারী কলেজগুলোর [illegible] হয়ে আসছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার কলেজগুলো কতকগুলো প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণসহ সন্তোষজনক পরিচালনায় সক্ষম প্রমাণিত হলে তবেই শিক্ষা বোর্ড ঐ সকল কলেজের অনুমোদন প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয় একইভাবে সমরূপ শর্ত পূরণসাপেক্ষে সন্তোষজনক পরিচালনার ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষার ডিগ্রী কলেজগুলোকে অনুমোদন দিয়ে থাকে। উল্লেখিত শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়, যেমন, উপযুক্ত শিক্ষক থাকা, প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান, আসবাবপত্র, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজের সুযোগ ও ব্যয়ভার সংক্রান্ত অর্থ যোগান প্রভৃতি।

কিন্তু, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পূর্বের নির্ধারিত স্বাভাবিক নীতি-নিয়ম অনুসরণ না করে কতকগুলো সরকারী কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ছাড়াই এবং ভৌত সুযোগের ব্যবস্থা না করেই পাস ও সম্মান কোর্সের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। এ সকল কলেজের কয়েকটি বিগত শাসনামলে বিধিগত ও শিক্ষাগত বাধ্যবাধকতা বিবেচনা না করে বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ বলে ঘোষিত হয়। কাজেই, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য এই কলেজগুলোর অনুমোদন প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে। তখন সরকার একটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে, বিশেষ বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে যথাশীঘ্র সরকার কর্তৃক এ সকল কলেজগুলোয় উচ্চতর শিক্ষার ডিগ্রী কোর্সের উপযুক্ত শিক্ষক ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে- এই শর্তে ঐগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি প্রদান করে।

বিগত শাসনামলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ কমিটি পূর্বোল্লিখিত একটি অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা সম্পূর্ণ বর্জন করার পরামর্শ দিলেও প্রাক্তন সরকার তা উপেক্ষা করে পুনরায় ঐরূপ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অযাচিত উদ্যোগ নেয়। এর কারণ প্রধানতঃ ঐ সকল কলেজে নিম্নমানের ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ ভর্তি ও ছাত্র ভর্তি সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, পরীক্ষায় ব্যাপক অসাধুতা অবলম্বন রোধ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষা পরিচালনার সুষ্ঠু সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা প্রভৃতির যথাযথ নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপারগ হয়, যার ফলে চরম অব্যবস্থায় কলেজগুলোর শিক্ষা সম্পাদিত হওয়ায় আশানুরূপ মান বিঘ্নিত হয়। এতদব্যতীত বিশেষতঃ যে কারণে স্বীকৃতি প্রদানকারী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা হলো, উক্ত কলেজগুলো থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি করায় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কারণ উপযুক্ত মানের নিশ্চয়তা ছাড়া স্বীকৃতিদান করা অসুবিধাজনক ছিল।

**ডঃ আলী আহমেদঃ প্রাক্তন অধ্যক্ষ ঢাকা কলেজ, এম. ডি. এস. পাকিস্তান এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ, লাহোর, বাংলাদেশ এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ/পি.এ.ডিসি, গবেষক, অনেক গবেষণা পুস্তকের প্রণেতা।**

অনুবাদঃ কাওসার পারভিন।